অভিশপ্ত ট্রান্সজেন্ডার

[কারণ, শাস্তি ও প্রতিকার]

মূল: **শায়খ হাফেয জুবায়ের মারজালভী**

মারজাল, নারোয়াল, পাঞ্জাব, পাকিস্তান।

সংকলন ও অনুবাদ: **মাহমূদ আকমান**

করিমপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

সম্পাদনায়: **শায়খ আবু খাওলা রহমাতুল্লাহ খান মাদানী**

অনার্স (হাদিস) ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা, বয়স্ক গণশিক্ষামূলক প্রজেক্ট (আমি মুসলিম আমাকে শিক্ষা দিন), শিক্ষক বাংলা বিভাগ, বদিয়া ইসলামিক সেন্টার, রিয়াদ, সৌদি আরব।

সংযুক্তি: **ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)**

জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বাংলা, ভারত।

দারুলকারার

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল লেখক পরিচিতি

হাফিজ জুবায়ের বিন খালিদ বিন বশীর মারজালভী একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও আলেম। সংক্ষেপে শায়েখ জুবায়ের মারজালভী। ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬-এ পাকিস্তানের পাঞ্জাবের নারোয়াল শহরের একটি জেলা মারজালে জন্মগ্রহণ করেন। আজকের পাকিস্তানের প্রাচীনতম সালাফি ইনস্টিটিউট জামিয়া মুহাম্মাদিয়া গুজরানওয়ালা থেকে লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। যাঁদের থেকে জ্ঞানার্জন করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শায়খ আব্দুল হামিদ হাজারো, শায়খ ফারুক আহমদ রশিদী, শায়খ আব্দুল রহমান আবিদ প্রমুখ। ২০১৫ সাল থেকে তিনি ইসলামের আলোকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে আসছেন।

অনুবাদক পরিচিতি

মাহমূদ আকমান, ১২ই ডিসেম্বর ২০০২ পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)-এর নদীয়া জেলার অন্তর্গত করিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত। ইতিহাস বিভাগ (স্নাতক) বি.এড. (প্রাপ্ত)। গ্রামের মক্তবে শিক্ষার হাতেখড়ি। প্রথম বই "শতগুণে নবীজি ﷺ"।

সম্পাদক পরিচিতি

আবু খাওলা রহমাতুল্লাহ খান বিন ওয়ায়েজুল্লাহ খান। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৯৮০ সালের ১৫ অক্টোবর তার জন্ম। জন্মসূত্রে আহলে হাদীস। ভাই-বোন সবাই জন্মেসূত্রে বাংলাদেশী হলেও পূর্বপুরুষদের বাড়িঘর ভারতের বিহার প্রদেশের ভাগলপুর জেলায়। তাঁর প্র-পিতামহ (দাদা) এর পূর্বপুরুষদের বাড়িঘর বিহার রাজ্যে এবং তার দাদীর পূর্বপুরুষদের বসতঘর ছিল ভারতের মুর্শিদাবাদে। পুরো পরিবারসহ ১৯৪০ সালের পূর্বেই মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে তারা হিজরত করে চলে এসেছিলেন। আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল এবং রাজশাহী ও চট্টগ্রামের কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডাবল দাওরা সনদ অর্জন করেন। অতঃপর মদীনায় তাঁর লেখাপড়ার সুযোগ হয়। তিনি প্রায় ঊনিশ বছর যাবৎ সৌদি আরবে দাঈদের জুমার খুৎবার অনুবাদ এবং বিভিন্ন স্থানে দোভাষীসহ বিভিন্ন দাওয়া সেন্টারে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। বর্তমানে তিনি রিয়াদস্থ বদীয়া ইসলামী সেন্টারে বয়স্ক গণশিক্ষা প্রকল্পে তাওহীদ, ফিকহ, আরবি লুগাত ও কুরআন-হাদীসের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

সূচিপত্র

ভূমিকা 15

মানুষ: আল্লাহর সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর রূপ **16**

১. মানুষের সৃষ্টিতে সৌন্দর্যায়ন 16

২. শারীরিক চেহারা পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের গুণাবলী 19

ট্রান্সজেন্ডার আইন কী? 21

মন্দ সহযোগী ট্রান্সজেন্ডার আইন 23

১. আল্লাহর হুকুমের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া 23

২. বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য ধারণ ও অনুকরণ 23

৩. আল্লাহ সৃষ্টির পরিবর্তন 25

৪. সমকামিতা অনুমোদন 26

৫. "আমার শরীর আমার পছন্দ" 29

৬. উত্তরাধিকার বন্টন বিঘ্নিত হয় 30

৭. গণহত্যা 30

ট্রান্সজেন্ডার আইনের সামাজিক ক্ষতি 31
১. একই লিঙ্গে বিবাহ 31
২. গোপনীয়তার আক্রমণ 31
৩. সংবেদনশীলতা 31
৪. পর্দার সমস্যা 31
৫. উত্তরাধিকারী জালিয়াতি 32
ট্রান্সজেন্ডার আইন এবং আমাদের করণীয় 33
১. বুঝুন 33
২. শেয়ার করুন 33
৩. খণ্ডন 33
৪. আপনার আওয়াজ বাড়ান 33
৫. অনুরোধ 33
৬. দু'আ করা (Make du'aa) 34
যৌন অভিমুখীকরণ 35
ইসলামে সমকাম (Homosexuality) 36
সমকামে দুর্দশা 43
কিছু মানসিক দুর্দশা 47
মলদ্বারের অপব্যবহার 48
রোগাক্রান্ত হওয়া 51
সমকামের শাস্তি 56
রোগ নিরাময়: রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে চিকিৎসা 58

নারীতে নারীতে সমকামিতা 62
পুরুষে পুরুষে সমকামিতা 65
পশুকামিতা 66
ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন) এর পরিশিষ্ট 68
ট্রান্সজেন্ডার এক ফিতনা 68
ট্রান্সজেন্ডার এবং বিশ্বের অবস্থান 68
ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া শব্দ নিয়ে বিভ্রান্তি 70
হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার ফাঁদে ভয়াবহ বিপর্যয়ের ঝুঁকি 71
ট্রান্সজেন্ডার সামাজিকীকরণে হবে ভয়াবহ বিপর্যয় 73
উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে তৈরি হবে মারাত্মক সামাজিক বিশৃঙ্খলা 74
নারীরা চাকরির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হবে 75
ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায়, এমনকি বিউটি কন্টেস্টেও প্রকৃত নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে 76
নারীরা জেলখানায়, হোস্টেল, টয়লেটে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের ঝুঁকিতে পড়বে 76
মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হবে 77
বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার অধিকার আইন হবে আত্মঘাতী 78
ট্র্যান্সজেন্ডারে সামাজিক ও আইনী সমস্যা 80
সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ 81
অসুস্থতা ও বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ 82
পরিবার ও সমাজের অনিবার্য পতন 84

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান 84

মানুষ নারী এবং পুরুষ 86

তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই 87

ইচ্ছাকৃতভাবে বিপরীত লিঙ্গের বেশ ধারণ করা এবং অনুকরণ করা নিষিদ্ধ 89

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল 90

ভূমিকা

ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে সমস্ত নিখুঁত ও সম্পূর্ণ প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য, যিনি সমস্ত জগতের রব। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যে কোনো মাবূদ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি—

﴿لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

"আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। [সূরা আশ-শূরা ৪২ : ৪৯-৫০]

ইসলামপ্রিয় দ্বীনদরদী ভাইয়েরা! সাম্প্রতিক সময়ে ট্রান্সজেন্ডার আইন নিয়ে প্রতিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক আলোচনা ও সংলাপ চলছে। অনেকেই এই আইন সম্পর্কে অবগত আছেন, আবার অনেকেই রয়েছেন, যারা এ আইন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখেন না। আজকে এই আইনের ইসলামিক অবস্থান নিয়ে কিছু বিষয় উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

মানুষ: আল্লাহর সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর রূপ

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করবেন তখনই যদি তাঁর সৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি থাকে। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা যখন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো ত্রুটি রাখেননি, তখন কেউ কিভাবে তা পরিবর্তন করা জায়েজ দাবি করবে? আল্লাহ কত সুন্দর ও আশ্চর্যভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন? কিছু পয়েন্ট (Point) এখানে উল্লেখ করার মতো।

১. মানুষের সৃষ্টিতে সৌন্দর্যায়ন

প্রিয় পাঠক! আমরা যা দেখি এবং আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা যাকিছু সৃষ্টি করেছেন সবই তাঁর হুকুমে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, "হও" তখন তা অস্তিতে আসে। কিন্তু আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা মানুষকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা যখন কিছু নিজের হাতে সৃষ্টি করেন, তখন তা হয় গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ কিছু।

মহান আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে বলেছেন,

﴿قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ﴾

"আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলীস, আমার দু'হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?" [সূরা-সোয়াদ : ৭৫]

এরপরে মানুষের মধ্যে প্রজননের ক্ষমতা স্থাপন করা হয়েছিল, যাতে শুক্রাণুর একটি ফোঁটা থেকে আরেকটি মানুষ জন্ম নিতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ﴾

তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। [সূরা আল-আলাক : ২]

আল্লাহ বলেছেন, মানুষকে 'আলাক' থেকে সৃষ্টি করেছেন। 'আলাক' হচ্ছে 'আলাকাহ' শব্দের বহুবচন। এর মানে জমাট বাঁধা রক্ত। সাধারণভাবে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষের কথা বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টিপর্ব শুরু করে তাকে পূর্ণাংগ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন।[১]

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালার পৃথিবী হতে মাটি সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছামতো তিনি এটিকে আকার দিয়েছেন, এতে জীবন দিয়েছেন এবং এতে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক আর এভাবেই অবিশ্বাস্য অবয়তে মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন।

এছাড়াও আল্লাহর পরিপূর্ণতা জ্ঞান দ্বারা মানব বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য মানুষের দেহাভ্যান্তরে বিশেষ এক যন্ত্র স্থাপন করেছেন। প্রজননের জন্য এ যন্ত্রটি এতটাই অবিশ্বাস্য যে, যদি কেউ এর কার্যকারিতা ও প্রক্রিয়া নিয়ে কেউ গবেষণা করে তবে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালার সৃষ্টির নিপুণতা ও সূক্ষ্মতার বর্ণনা করার ভাষা হারিয়ে ফেলবে।

আপনি মানব সৃষ্টির যে-কোনো দিক পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং এতে আপনি প্রতিবারই নতুন ও অবিশ্বাস্য কিছু শিখতে পারবেন।

আল্লাহর নিখুঁত প্রজ্ঞা এই যে, তিনি মানুষকে একলিঙ্গে বিভক্ত করেননি, বরং তাদেরকে দু লিঙ্গে বিভক্ত করেছেন। তাদের একজন হলো নারী, অপরজন পুরুষ। তারা উভয়ই মানুষ হওয়ার দিক থেকে এক হলেও তাদের দেহের গঠন ভিন্ন এবং উভয়ের মানসিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আলাদা। নারী ও পুরুষকে ভিন্ন আবেগ ও দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তবুও আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাদের মধ্যে একটি অবিশ্বাস্য সম্পর্ক স্থাপন করেছেন আর তা হচ্ছে, তারা একে অন্যের জুটি বা জোড়া।

১. তাফসীরে জাকিরিয়া

এই পুরুষ ও নারী একে অপরের ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গ চাহিদার মুখাপেক্ষী ও পরিপূরক। মহান আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনুল করীমের মধ্যে স্পষ্ট বলেছেন,

﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ۝٢٠ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝٢١﴾ [الروم: ٢٠، ٢١]

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমরা মানুষ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছ। আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।" (সূরা আর-রুম : ২০-২১)

মহান আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা আরও বলেছেন,

﴿ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ﴾

যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাকে সুসম করেছেন, তারপর তোমাকে সুসামঞ্জস করেছেন। [সূরা আল-ইনফিতার : ৭]

আমরা বারবারই বলি, একজন মানুষকে যেসকল ধাপ অতিক্রম করতে হয়, সে বিষয় বিবেচনায় নিয়েই আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আরো বলি, আমরা দৈবক্রমে তৈরি হয়নি বা বিবর্তন থেকে আমরা আজ যে অবস্থায় রয়েছি তা হয়ে উঠিনি এবং এমনি এমনি সৃষ্টি করা হয়নি, যেমনটি পশ্চাৎপদ মনোবিজ্ঞানীরা দাবি করেন। আমাদের রয়েছে একজন মহান সৃষ্টা। যাবতীয় সৃষ্টি তার বিশেষ অনুগ্রহ এবং এসবের পেছনে রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, এতকিছু সৃষ্টির সেই উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা।

আমরা যদি এই বিষয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সরে যাই এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ফিরে যাই, তবে আমরা এখনও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবো যে, পৃথিবীতে মানুষের মতো আর কোনো অ-প্রতিরোধ্য ও প্রভাবশালী সৃষ্টি নেই। কারণ হচ্ছে, অন্যান্য শক্তিশালী ও প্রভাবশালী প্রাণী হাজার হাজার প্রজাতিতে বিভক্ত বিভক্ত! অথচ মানুষ তা নয়। বরং মানুষ কোনো প্রজাতিতে বিভক্ত না হয়ে, সকল প্রাণীর উপর তাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

২. শারীরিক চেহারা পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের গুণাবলী

শরীরের গঠনগত দিক বিবেচনায় মানুষ সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রাণী। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা মানুষের মুখমণ্ডল ও দেহকে অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত করেছেন।

আল্লাহ আমাদেরকে কিভাবে সম্মান করেছেন তা জানার আরেকটি উপায় হলো, সমস্ত প্রাণী সরাসরি তাদের মুখ দিয়ে খাবার খায়, সেখানে মানুষ খাবার খেতে তাদের হাত ব্যবহার করে। বেশিরভাগ প্রাণী চারটি অঙ্গে হামাগুড়ি দেয় বা হাঁটে, সেখানে মানুষ দুই পা ব্যবহার করে হাঁটে এবং হাঁটা-চলার পুরো সময়ে তারা তাদের পিঠ সোজা রাখে। মানুষের দেহে হাত পা সৃষ্টির অনেক উদ্দেশ্য ও কার্যকারিত রয়েছে। মানুষ তাদের হাত ও পা দিয়ে যে পরিমাণ কাজ করা ও ভার বহন করতে পারে; অন্য কোনো প্রাণী তা পারে না। এই অনন্য ও অতুলনীয় শারীরিক গুণাবলীর পাশাপাশি আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা মানুষকে এমন মানসিক শক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি প্রদান করেছেন যা অন্য কোনো প্রাণীর নেই। এসবই আমাদের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও সম্মান।

উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে স্থিতিশীল করেছেন এবং আসমানকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন এবং তিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদেরকে রিষ্ক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়। [সূরা-গাফির : ৬৪]

মানুষ আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালার এমনই এক বিশেষ সৃষ্টি যে, তিনি কোনো ত্রুটি ছাড়াই বিশুদ্ধতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾

অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে। [সূরা আত-ত্বীন : ৪]

প্রিয় পাঠক! এই সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মানুষকে পৃথিবীর কোনো কর্মশালা থেকে সৃষ্টি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে তারা মহান সৃষ্টা আল্লাহর সুবহানাহু ওয়া তাআলার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন, যিনি সমস্ত বিশ্বের রব। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা শুধু তাদের সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি তাদের শ্রেষ্ঠতম সুন্দর রূপে করে সৃষ্টি করেছেন।

আমরা বিস্মিত হই, সেসব ব্যক্তিদের দেখে, যারা তাদের ত্রুটিপূর্ণ মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে সেই শ্রেষ্ঠতম সুন্দর রূপকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাদের মধ্যে যা পরিপূর্ণ করেছেন তা ত্রুটিপূর্ণ মনে করে নিজেদেরকে "**আরও সুন্দর**" করতে যতসব ঘৃণ্য পথ বেছে নেন।

ট্রান্সজেন্ডার আইন কী?

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (অধিকার সংরক্ষণ) অ্যাক্ট ২০১৯ "The Transgender Act" নামে পরিচিত। ২০১৯ এর ৪০ নম্বর (ডিসেম্বর ২০১৯) অ্যাক্ট। এই আইন পাশ হলেও কিছু ব্যক্তিবর্গ সর্মথন তা করেননি।

এই আইনকে যখন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তখন সেই অধিকারগুলিকে প্রকাশ করা হয়েছিল যা আগে আমাদের থেকে গোপন ছিল। তাহলে এই বিল নিয়ে প্রতিটি ইসলামী মহল উদ্বেগ প্রকাশ করার কারণ কী? এতে এমন কিছু থাকতে পারে, যে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হয়নি।

যারা এই বিলটি তৈরি করেছে, তারা অত্যন্ত চতুরতার সাথে তাদের অপপ্রসার চালানোর চেষ্টা করেছে এই দাবি করে যে, এই আইনটি পুরুষ ও নারী অঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা ও সংরক্ষণের পক্ষে। কিন্তু বাস্তবে তারা আন্তঃলিঙ্গ পরিচয়কে ছিনতাই করেছে।

আমরা যদি এই বিলটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তবে আমরা দেখতে পাব যে, তা কতটা বিপদজনক আইন। এ আইনের অর্থ এই যে, আজ যদি একজন লোক দাবি করে, তার মধ্যে একজন নারীর বৈশিষ্ট্য আছে, তাই তাকে এখন থেকে একজন নারী হিসেবে গণ্য করা উচিত। শুধু তার দাবিই মানা হবে না, বরং তাকে একটি পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র দেয়া হবে।

একইভাবে যদি একজন মহিলা দাবি করে যে, তিনি একজন মহিলা হিসেবে জীবন উপভোগ করেন না, তাই তাকে একজন পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা উচিত; তখন তাকে একজন পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে একটি পরিচয়পত্র দেওয়া হবে এবং মেডিকেল বোর্ডের কোনো

সর্তকতা বা অসম্মতি কার্যকর করা হবে না আর তার নিজের শারীরিক গঠনও বিবেচনায় নেওয়া হবে না।

(১) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে সার্টিফিকেট জারির পরে, যদি কোনও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি পুরুষ বা মহিলা হিসাবে লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য সার্জেরী করেন, তিনি এই তথ্য জানিয়ে সম্পর্কিত - যে চিকিৎসা কেন্দ্রে সেই সার্জেরী হয়েছে সেখানকার মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট বা চিফ মেডিকেল অফিসার এর দেওয়া সার্টিফিকেটের সাথে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করতে পারেন সংশোধিত সার্টিফিকেটের জন্য, নির্ধারিত ফর্ম এবং পদ্ধতিতে।

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট বা চিফ মেডিকেল অফিসারের সার্টিফিকেট সহ সেই আবেদন পাওয়ার পর এবং সেটি সঠিক বলে সন্তুষ্ট হওয়ার পর লিঙ্গ পরিবর্তনের একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন, নির্ধারিত ফর্ম এবং পদ্ধতি মেনে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।

(৩) ধারা ৬ এর অধিনে পরিচয়ের সার্টিফিকেট বা উপ-ধারা (২) এর অধীনে সংশোধিত সার্টিফিকেট পাওয়া ব্যক্তির বার্থ সার্টিফিকেট এবং জাতিয় পরিচয় সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারী কাগজপত্রে তার প্রথম নাম পরিবর্তনের অধিকার থাকবে।

শর্ত হলো যে লিঙ্গে এই জাতীয় পবির্তন এবং উপধারা (২) এর অধীনে সংশোধিত সার্টিফিকেট পাওয়াতে এই আইনের অধীনে এই ব্যক্তির অধিকার এবং পাওনাতে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

প্রিয় পাঠক! এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপদজনক দিক হলো, এই পুরো আইনে ডাক্তারের চিকিৎসার পরিদর্শন বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। এই আইনের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হলো, একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ, যা আইন অনুসারে সিদ্ধান্তকারী ফ্যাক্টর যা কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না।